|  |
| --- |
| **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। গত দুই দশকে দেশে সাড়ে তেরো কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। World Risk Index-2023 অনুসারে পৃথিবীর ১৭১টি দেশের মধ্যে অবকাঠামো ও ফসলাদি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকূলের আপদ উন্মুক্ততা, দুর্দশা বিপদগ্রস্ততা, সহনশীলতা ও অভিযোজন সূচকের সামগ্রিক ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি/অগ্রগতির জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় সময়ই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকলেও অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন ক্ষমতার অভাবে বাংলাদেশের অবস্থান এমন ঝুঁকিপূর্ণ। এসব দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি দুর্যোগকালীন প্রস্তুতিও প্রয়োজন। দুর্যোগ পরবর্তীকালীন ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমসহ অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে পারলে নারী জনগোষ্ঠীকে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

Allocation of Business অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কাজ হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জরুরি সাড়া প্রদান, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ), ভিজিএফ ও জিআর সাহায্য প্রদান, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে ব্রিজ-কালভার্ট-আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ। মন্ত্রণালয়ের এ সকল কাজে দুস্থ ও অসহায় নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসসংক্রান্ত আইন, নীতি, বিধিমালা, স্থায়ী আদেশাবলি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধিভুক্ত।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ অনুযায়ী ‘জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম বাংলাদেশ গড়ে তোলা’-এর লক্ষ্য অর্জনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে । তাছাড়া, Bangladesh Delta Plan-2100-এর Vision-‘Achieving safe, climate resilient and prosperous delta’ এবং Mission: ‘Ensure long-term water and food security, economic growth and environmental sustainability while effectively reducing vulnerability to natural disaster and building resilience to climate change and other delta challenges through robust, adaptive and integrated strategies, and equitable water governance।’ লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালায় বর্ণিত দিক-নির্দেশনা/ মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেটের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের অবকাঠামো তৈরি ও সংস্কার এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | 153 | 126 | 27 | 17.6 |
| দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর | 1,264 | 1,150 | 114 | 9.0 |
| **মোট :** | **1,417** | **1,276** | **141** | **9.9** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

* অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি) : এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচিটির উপকারভোগীর মধ্যে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ দুস্থ ও দরিদ্র নারী। এর ফলে তাদের প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হচ্ছে এবং তাদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে;
* কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) : গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন/সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (কাবিটা) কর্মসূচির উপকারভোগীর মধ্যে ৩০ শতাংশ উপকারভোগী নারী;
* গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) : এই কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নগদ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, যার ৩০ শতাংশ উপকারভোগী সাধারণত নারী; এবং
* ভিজিএফ : দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় ভিজিএফ কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এ কর্মসূচির প্রায় ৭০ শতাংশ উপকারভোগী নারী।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণ | * অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি) : এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচিটি একটি লক্ষ্যভিত্তিক ও নারীবান্ধব কর্মসূচি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ১৪১৫.৩৫ কোটি টাকা এবং ইজিপিপি প্লাস কর্মসূচির জন্য ৬৫৮.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে; * কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) : গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন/সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল; * গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) : ২০২২-২৩ অর্থবছরে টিআর কর্মসূচির আওতায় ১,45০ কোটি টাকা নগদ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১,৪5০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে; * ভিজিএফ : অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ভিজিএফ এ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৫৪২.১৯ কোটি টাকা। |
| অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও এর সংরক্ষণ | বন্যায় আক্রান্তদের বিশেষ করে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উদ্ধার ও তাদের মালামাল পরিবহণের জন্য ৬০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat ক্রয় করা রয়েছে। |
| ঝুঁকি হ্রাস প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সচেতনতা কার্যক্রম | বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ৬১,৬৫৪ জন নারীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০,০০০ জন মহিলা সিপিপি ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮,০০০ জন নারীকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ৯,৫৪০ জন নারী সদস্য এবং ৮,২০০ জন স্কুল ছাত্রী ও শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২৫,০০০ জন নারী কমিউনিটি সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক**  **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নারী সুবিধাভোগী (অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি)** | **সংখ্যা**  **(লক্ষ জন)** | **৭.০৪** | **৭.০৬** |  |
| 2. | ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতির জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবক | **৩৮** | **৩৮.০৭** |  |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) ফেজ-২ প্রকল্পের অধীনে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার সুকরাইল ইউনিয়নের ২টি দুর্যোগ প্রতিরোধকারী গ্রামে দুর্যোগ প্রতিরোধক বাড়ি নির্মাণের মাধ্যমে ২০৩টি পরিবারের পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে উক্ত পরিবারের নারী সদস্যরা, যারা সাইক্লোন আইলার কারণে বসতহীন ছিল তাদের একটি উন্নত এবং নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সিডিএমপি-এর অধীনে স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং G.I.Z-এর সহযোগিতায় ২০৩ কিমি পানির পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উক্ত এলাকার নারীদের কাজের চাপ হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে। তারা এখন আরও উৎপাদনশীল কাজে মনোনিবেশ করতে পারছে। ইতোমধ্যে Cyclone Preparedness Program-এর আওতায় ৭৬,১৪০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে, যার মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ ৩৮,০৭০ জন নারী। এর দ্বারা তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার কারণে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় বেশ কম থাকে;
* গ্রামীণ জনপদে নারীদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করে চলতে হয় বিধায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ আশানুরূপ নয়;
* যেকোনো দুর্যোগে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি ঝুঁকিতে থাকে। তবুও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সচেতনতার বৃদ্ধির বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম থাকে।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় (safety net) অধিকতর বিস্তৃত করা;
* দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা;
* নদী ভাঙনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধী নারী, বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
* দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা; এবং
* দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এলাকাভিত্তিক সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থায় অন্তর্ভুক্তি।